বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা
(বিচার শাখা)
www.supremecourt.gov.bd

স্মারক নং-১জে-১০/২০১৭(অংশ-৩)- ৯৯৮৪. জে, তারিখ: ১৩ কার্তিক ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ / ২৯ অক্টোবর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: জেলা লিগ্যাল এইড অফিস জেলা জজ আদালত, মৌলভীবাজার-এ কর্মরত "অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক" জনাব মোহাম্মদ ইসরাইল আলী-এর চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত আর্থিক সাহায্যের আবেদন প্রসঙ্গে।

সূত্র: জেলা ও দায়রা জজের কার্যালয়, মৌলভীবাজার-এর গত ২০.০৯.২০২৬ খ্রি. তারিখের ২৮০ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, জনাব মোহাম্মদ ইসরাইল আলী জেলা লিগ্যাল এইড অফিস জেলা জজ আদালত, মৌলভীবাজার-এ "অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক" পদে কর্মরত আছেন। তিনি বিগত ০৭.১২.২০২৪ খ্রিঃ তারিখে হঠাৎ করে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে যান এবং তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় লাইফ লাইন প্রাইভেট হাসপাতাল, মৌলভীবাজারে চিকিৎসা নেন। কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কার্ডিওলজি ডাক্তার জানান যে, তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে দ্রুত সিলেটে যাওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। বিগত ০৮.১২.২০২৪ খ্রিঃ তারিখে রাত্র ০১:৪০ ঘটিকায় (০৭.১২.২৪ খ্রিঃ তারিখ দিবাগত রাত্র) তিনি সিলেট মাউন্ট এডোরা হসপিটালে ভর্তি হন এবং ০৮.১২.২৪ হতে ১৫.১২.২৪ পর্যন্ত W-CCU-B05 চিকিৎসাধীন ছিলেন। বিগত ১৫.১২.২০২৪ খ্রিঃ তারিখ তিনি সিলেট মাউন্ট এডোরা হসপিটাল হতে রিলিজ নিয়ে মৌলভীবাজার আসেন। তার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ মৌলভীবাজার লাইফ লাইন প্রাইভেট হাসপাতালে ১২,৪০০/- (বার হাজার চারশত) টাকা, আইসিউ এ্যাম্বুলেন্স ভাড়া বাবদ ২২,০০০/- (বাইশ হাজার) টাকা (এ্যাম্বুলেন্সে ডাক্তার সাপোর্ট ও মেডিসিনসহ ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা এবং সিলেট মাউন্ট এডোরা হাসপাতালে চিকিৎসা বাবদ খরচ ৬০,৫০০/- (ষাঁট হাজার পাঁচশত) টাকাসহ সর্বমোট ৯৭,৯০০/- (সাতানব্বই হাজার নয়শত) টাকা ব্যয় হয়েছে। চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে গিয়ে তাকে অনেক টাকা ঋণ করতে হয়েছে। তিনি বিগত ১০.০১.২০২৫ খ্রিঃ তারিখে বিভিন্ন প্যাথলজি টেস্ট বাবদ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা পেমেন্ট করে ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হসপিটাল, ঢাকায় এনজিওগ্রাম করলে ৯৯% ব্লকেজ ধরা পড়ে। ডাক্তার দ্রুত তাকে হার্টে রিং (স্টেন্ট) বসানোসহ অপারেশন করার পরামর্শ দেন। হার্টের অপারেশন করানো অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে কিন্তু তার আর্থিক সংগতি না থাকায় বাধ্য হয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ধার-দেনা নিয়ে বিগত মার্চ/২০২৫ খ্রিঃ মাসে হার্টে রিং (স্টেন্ট)-এর দাম হসপিটালের চার্জ, ঔষধ ও অন্যান্য প্যাথলজি স্টেন্ট খরচসহ প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ও পূর্বের ব্যয়সহ সর্বমোট সাড়ে ৫ লক্ষ থেকে ৬ লক্ষ টাকার মতো ব্যয় হয়। প্রতি দুই/তিন মাস অন্তর অন্তর ফলোআপের জন্য ঢাকায় কার্ডিওলজি ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়। সেখানে ডাক্তারের পরামর্শ ব্যবস্থাপত্র ফি'সহ বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক টেস্ট বাবদ প্রায় ১৫/১৬ হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়। এমনকি তার বয়োবৃদ্ধ পিতাও হার্ট-অ্যাটাকের রোগী হয়ে প্রতিদিন ঔষুধ সেবন করতে হয়। তার ও বয়োবৃদ্ধ পিতার প্রতিদিন তিন থেকে সাড়ে তিনশত টাকার বিভিন্ন ঔষুধ সেবন করতে হচ্ছে। স্বল্প বেতনের চাকুরী করে সংসার চালানোর পাশাপাশি মানুষের কাছে থেকে ধার নেয়া টাকা পরিশোধ করা ও চিকিৎসা চালানোর ব্যয় বহন করা তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। তার অপারেশনের পরও নিয়মিত ঔষুধ সেবন, একদিকে সংসারের খরচ অন্যদিকে তার ও পিতার প্রতিদিনের চিকিৎসা ব্যয় ও পূর্বের উল্লেখিত ঋণ সবকিছু মিলিয়ে তিনি বর্তমানে চরম আর্থিক ও মানসিক দূরাবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। সবচেয়ে বড় ভয়ের বিষয় হলো হার্টে রিং বসানো হলেও তার চিকিৎসার দায়িত্ব এখানেই শেষ হয়নি। অর্থের অভাবে যদি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও ঔষুধ যথাসময়ে চালিয়ে যেতে না পারেন, তাহলে তার জীবন আরও ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে-এই আশঙ্কা প্রতিনিয়ত তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। ফলে তার শারীরিক অসুস্থতার চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া, আর্থিক দুরবস্থা, চিকিৎসাজনিত ঋণগ্রস্থতা এবং পারিবারিক অসহায়ত্বের বিষয়টি সু-বিবেচনা করে আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন।

২। এমতাবস্থায়, জেলা লিগ্যাল এইড অফিস জেলা জজ আদালত, মৌলভীবাজার-এ কর্মরত "অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক" জনাব মোহাম্মদ ইসরাইল আলী-এর চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত আর্থিক সাহায্যের আবেদনটি বাংলাদেশের প্রতিটি অধস্তন আদালতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো। একই সাথে আপনার অধীনস্থ একজন কর্মকর্তা-কে এতদ্উদ্দেশ্যে দায়িত্ব প্রদানক্রমে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্যও অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ০২(দুই) ফর্দ।

স্বাক্ষরিত
(মুহাম্মদ শরিফুর রহমান)
রেজিস্ট্রার(বিচার)
ফোন: ০২২২৩৩৫৮৭৮০
ই-মেইল: registrar.judicial@supremecourt.gov.bd

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা:
Mohammad Israil Ali
Saving Account No: 05134000367
Moulvibazar Branch,
Moulvibazar.
বিকাশ নম্বরঃ ০১৯১৪-৩৮৭৪৫৪(পার্সোনাল)

স্মারক নং-১জে-১০/২০১৭(অংশ-৩)- ৯৯৮৪ জে, তারিখ: ১৩ কার্তিক ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ / ২৯ অক্টোবর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

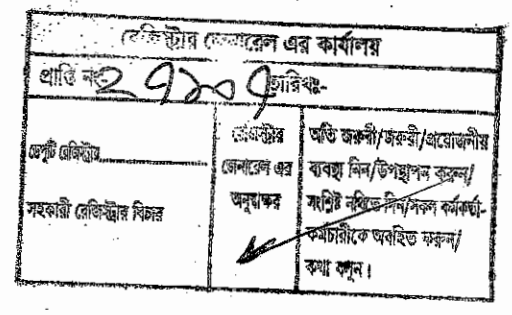
১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। জেলা ও দায়রা জজ,---------- ----------(সকল)।
৩। মহানগর দায়রা জজ, ----------(সকল)।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের

৪। বিভাগীয় বিশেষ জজ, বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, ----------(সকল)।
৫। বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, ----------(সকল)।
৬। বিচারক (জেলা জজ), জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল,------- ----------(সকল)।
৭। বিচারক (জেলা জজ), দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল,---------- ---------- --------- (সকল)।
৮। বিচারক (জেলা জজ), সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ---------- ---------(সকল)।
৯। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
১০। বিচারক (জেলা জজ), শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনাল.....(সকল)।
১১। বিচারক (জেলা জজ), পারিবারিক আপিল আদালত.....(সকল)।
১২। বিচারক (জেলা জজ), ল্যান্ড সার্ভে আপিল ট্রাইব্যুনাল.....(সকল)।
১৩। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল,----------(সকল)।
১৪। সদস্য (জেলা জজ), শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
১৫। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), শ্রম আদালত, ---------- (সকল)।
১৬। স্পেশাল জজ (জেলা জজ), স্পেশাল জজ আদালত ---------- (সকল)।
১৭। বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ), মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, ...(সকল)।
১৮। বিচারক (জেলা জজ), সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ... (সকল)।
১৯। বিচারক (জেলা জজ), পরিবেশ আপীল আদালত, ঢাকা ।
২০। সদস্য (অতিরিক্ত জেলা জজ), কাস্টমস এক্সসাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল,..... (সকল)।
২১। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), ১ম/২য় কোর্ট অব সেটেলমেন্ট, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ।
২২। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), নিম্নতম মজুরী বোর্ড, তোপখানা রোড, ঢাকা।
২৩। বিচারক (জেলা জজ), স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা।
২৪। সচিব (জেলা জজ), বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, রমনা, ঢাকা।
২৫। সদস্য (জেলা জজ), ট্যাকসেস অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ-৫, ঢাকা।
২৬। পরিচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ১৪৫, বেইলী রোড, ঢাকা ।
২৭। সচিব, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা ।
২৮। রেজিস্ট্রার, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা।
২৯। পরিচালক (প্রশাসন), বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
৩০। সচিব, আইন কমিশন, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
৩১। মহা-পরিচালক (লিগ্যাল এন্ড প্রসিকিউশন), দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৩২। মহা-পরিদর্শক, (নিবন্ধন), নিবন্ধন অধিদপ্তর, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
৩৩। যুগ্ম সচিব (আইন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩৪। যুগ্ম সচিব (আইন প্রণয়ন), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩৫। আইন উপদেষ্টা, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩৬। আইন উপদেষ্টা (জেলা জজ), কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রাম।
৩৭। উপ-সচিব (লিগ্যাল), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩৮। পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ঢাকা।
৩৯। আইন কর্মকর্তা, পুলিশ হেডকোয়ার্টারস, ঢাকা।
৪০। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট,----------(সকল)।
৪১। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট,----------(সকল)।
৪২। আইন কর্মকর্তা, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৩। আইন কর্মকর্তা, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪৪। রেজিস্ট্রার, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল/শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল.....(চেয়ারম্যান মহোদয় সমীপে উপস্থাপনের অনুরোধসহ)।
৪৫। আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
৪৬। রেজিস্ট্রার, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন, খাগড়াছড়ি।
৪৭। মাননীয় প্রধান বিচারপতির সচিব/একান্ত সচিব, হাইকোর্ট বিভাগ/আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
৪৮। রেজিস্ট্রার জেনারেল এর একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
৪৯। সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৫০। অফিস কপি।

২৩.১০.২৬

(এস.এম.সাদাকাত মাহমুদ)
সহকারী রেজিস্ট্রার(বিচার)
ফোন: ০২৫৫১১০৪৯৪



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা ও দায়রা জজের কার্যালয়
মৌলভীবাজার।

স্মারক নং- ২৮০

তারিখ ঃ ২০/০৯/২০২৬ খ্রিঃ।

প্রেরক ঃ জেলা ও দায়রা জজ
মৌলভীবাজার।

প্রাপক ঃ মাননীয় রেজিস্ট্রার জেনারেল
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
ঢাকা।

বিষয় ঃ চীফ লিগ্যাল এইড অফিসারের কার্যালয়ে কর্মরত জনাব মোহাম্মদ ইসরাইল আলী, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এর চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদনপত্র অগ্রবর্তীকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ স্মারক নং-চীঃলিঃএঃঅঃকাঃজেঃজঃআঃমৌলঃ/৯৪, তারিখ-১৪/০৯/২০২৬ইং

মহোদয়,

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে চীফ লিগ্যাল এইড অফিসারের কার্যালয়ে কর্মরত জনাব মোহাম্মদ ইসরাইল আলী, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এর চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদনপত্র মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসহ অগ্রবর্তী করা হলো।

২০/৯/২০২৬

(মুহাম্মদ রবিউল আউয়াল)
জেলা ও দায়রা জজ
মৌলভীবাজার।

সংযুক্তি ঃ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র-৩০ ফর্দ।

মাননীয়,

রেজিস্ট্রার জেনারেল
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
ঢাকা।

মাধ্যম : মাননীয় চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার (যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ), মৌলভীবাজার।
মাধ্যম : মাননীয় জেলা ও দায়রা জজ, মৌলভীবাজার।

বিষয় : **চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন।**

মহোদয়,

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি অত্র জজশীপ জেলা লিগ্যাল এইড শাখা, মৌলভীবাজারে অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মূদ্রাক্ষরিক পদে কর্মরত আছি। আমি বিগত ০৭/১২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ আমি হঠাৎ করে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে যাই এবং তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় লাইফ লাইন প্রাইভেট হাসপাতাল, মৌলভীবাজারে চিকিৎসা নেই। কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কার্ডিওলজি ডাক্তার জানান যে, আমি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছি এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য আমাকে দ্রুত সিলেটে যাওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। বিগত ০৮/১২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ রাত্র ০১:৪০ ঘটিকায় (০৭/১২/২৪ খ্রিঃ তারিখ দিবাগত রাত্র) আমি সিলেট মাউন্ট এডোরা হসপিটালে ভর্তি হই এবং ০৮/১২/২৪ হতে ১৫/১২/২৪ পর্যন্ত W-CCU-B05 চিকিৎসাধীন ছিলাম। বিগত ১৫/১২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ আমি সিলেট মাউন্ট এডোরা হসপিটাল হতে রিলিজ নিয়ে মৌলভীবাজার আসি। আমার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ মৌলভীবাজার লাইফ লাইন প্রাইভেট হাসপাতালে ১২,৪০০/- (বার হাজার চারশত) টাকা, আইসিউ এ্যাম্বুলেন্স ভাড়া বাবদ ২২,০০০/- (বাইশ হাজার) টাকা (এ্যাম্বুলেন্সে ডাক্তার সাপোর্ট ও মেডিসিনসহ ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা এবং সিলেট মাউন্ট এডোরা হাসপাতালে চিকিৎসা বাবদ খরচ ৬০,৫০০/- (ষাট হাজার পাঁচশত) টাকাসহ সর্বমোট ৯৭,৯০০/- (সাতানব্বই হাজার নয়শত) টাকা ব্যয় হয়েছে। চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে গিয়ে আমাকে অনেক টাকা ঋণ করতে হয়েছে। আমি বিগত ১০/০১/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে বিভিন্ন প্যাথলজি টেস্ট বাবদ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা পেমেন্ট করে ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হসপিটাল, ঢাকায় এনজিওগ্রাম করলে ৯৯% ব্লকেজ ধরা পড়ে। ডাক্তার দ্রুত আমাকে হার্টে রিং (স্টেন্ট) বসানোসহ অপারেশন করার পরামর্শ দেন। হার্টের অপারেশন করানো অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে কিন্তু আমার আর্থিক সংগতি না থাকায় বাধ্য হয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ধার-দেনা নিয়ে বিগত মার্চ/২০২৫ খ্রিঃ মাসে হার্টে রিং (স্টেন্ট)-এর দাম হসপিটালের চার্জ, ঔষধ ও অন্যান্য প্যাথলজি টেস্ট খরচসহ প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ও পূর্বের ব্যয়সহ সর্বমোট সাড়ে ৫ লক্ষ থেকে ৬ লক্ষ টাকার মত ব্যয় হয়। প্রতি দুই/তিন মাস অন্তর অন্তর ফলোআপের জন্য ঢাকায় কার্ডিওলজি ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়। সেখানে ডাক্তারের পরামর্শ ব্যবস্থাপত্র ফি'সহ বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক টেস্ট বাবদ প্রায় ১৫/১৬ হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়। এমনকি আমার বয়োবৃদ্ধ পিতাও হার্ট-অ্যাটাকের রোগী হয়ে প্রতিদিন ঔষুধ সেবন করতে হয়। আমার ও বয়োবৃদ্ধ পিতার প্রতিদিন তিন থেকে সাড়ে তিনশত টাকার বিভিন্ন ঔষুধ সেবন করতে হচ্ছে। স্বল্প টাকা বেতনের চাকুরী করে সংসার চালানোর পাশাপাশি মানুষের কাছে থেকে ধার নেয়া টাকা পরিশোধ করা ও চিকিৎসা চালানোর ব্যয় বহন করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। আমার অপারেশনের পরও নিয়মিত ঔষুধ সেবন, একদিকে সংসারের খরচ অন্যদিকে আমার ও পিতার প্রতিদিনের চিকিৎসা ব্যয় ও পূর্বের উল্লেখিত ঋণ সবকিছু মিলিয়ে আমি বর্তমানে চরম আর্থিক ও মানসিক দূরাবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। সবচেয়ে বড় ভয়ের বিষয় হলো হার্টে রিং বসানো হলেও আমার চিকিৎসার দায়িত্ব এখানেই শেষ হয়নি। অর্থের অভাবে যদি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও ঔষুধ যথাসময়ে চালিয়ে যেতে না পরি, তাহলে আমার জীবন আরও ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে-এই আশঙ্কা প্রতিনিয়ত আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়।

এমতাবস্থায়, আমার শারীরিক অবস্থা ও আর্থিক অসচ্ছলতার বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করে আমাকে চিকিৎসা ব্যয় ও ঋণের বোঝা কিছুটা লাঘব করার জন্য আপনার দপ্তর বা অধিনস্থ নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সম্ভবপর আর্থিক সাহায্য/অনুদান প্রদানের জন্য বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

আপনার সহানুভূতিশীল সহযোগিতা আমার মতো একজন অসহায় মানুষের চিকিৎসা অব্যাহত রাখার জন্য অত্যন্ত বড় উপকার ও আশীর্বাদ হয়ে থাকবে। আপনার সামান্য আর্থিক সহায়তা ও আমার শারীরিক অসুস্থতার চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া, আর্থিক দূরবস্থা, চিকিৎসাজনিত ঋণগ্রস্থতা এবং পারিবারিক অসহায়ত্বের বিষয়টি ঋণের বোঝা কিছুটা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এজন্য আমি ও আমার পরিবার আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

অতএব, মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন, উপরোক্ত বিষয়ে আমার অসহায়ত্ব ও মানবিক পরিস্থিতি সু-বিবেচনা করে আমাকে আর্থিক সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে মহোদয়ের সদয় মর্জি হয়।

বিনীত
আপনার একান্ত অনুগত

(মোহাম্মদ ইসরাইল আলী)
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মূদ্রাক্ষরিক
জেলা লিগ্যাল এইড অফিস
জেলা জজ আদালত
মৌলভীবাজার।

সংযুক্ত:
১. চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজাদি ফর্দ।

তারিখঃ ৩১/০৮/২০২৬ খ্রিঃ।

সহায়তা পাঠানোর ঠিকানাঃ
MOHAMMAD ISRAIL ALI
Saving Account No: 05134000367
Moulvibazar Branch, Moulvibazar.
বিকাশ পার্সোনাল নং-01914-387454
যোগাযোগ মোবাইল নম্বর-01720-377703